

আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৩

(১)বায়তুল-মোকাদ্দস থেকে বেরিয়ে যাবার সময় হাওয়ারিদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, “হুজুর, দেখুন, কেমন বাছাই করা পাথর আর কি অপূর্ব সুন্দর দালানগুলো!” (২)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “তুমি কি এই মস্ত বড় দালানগুলো দেখাছো? কিন্তু এর একটি পাথরও আরেকটি পাথরের ওপর থাকবে না; সবই ভেঙে ফেলা হবে।”

(৩)অতঃপর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসের বিপরীত দিকের জৈতুন পাহাড়ের ওপর বসলে হযরত সাফওয়ান রা., হযরত ইয়াকুব রা., হযরত ইউহোন্না রা. ও হযরত আন্দ্রিয়ান রা. তাঁকে গোপনে জিজ্ঞেস করলেন- (৪)“আমাদের বলুন, কখন এসব ঘটবে? এসব সম্পন্ন হওয়ার চিহ্নই-বা কী হবে?”

(৫)তখন হযরত ইসা আ. তাদের বলতে লাগলেন, “সাবধান, কেউ যেনো তোমাদের না ঠকায়।

(৬)অনেকেই আমার নাম নিয়ে এসে বলবে, ‘আমিই তিনি’ এবং তারা অনেককে বিপথে নিয়ে যাবে।

(৭)যখন তোমরা যুদ্ধের আওয়াজ ও যুদ্ধের গুজব শুনবে, তখন ভয় পেয়ো না। এসব ঘটবেই কিন্তু তখনই শেষ নয়। (৮)জাতির বিরুদ্ধে জাতি, রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য দাঁড়াবে। জায়গায় জায়গায় ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ হবে। এসব কেবল প্রসব-বেদনার আরম্ভ।

(৯)তোমরা নিজেদের বিষয়ে সতর্ক থেকে, কারণ তারা তোমাদেরকে আদালতে সমর্পণ এবং সিনাগোগের ভেতর মারধর করবে। আমার জন্য দেশের শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের দাঁড়াতে হবে। তাদের সামনে আমার বিষয়ে তোমাদের সাক্ষ্য দিতে হবে। (১০)এবং সমস্ত জাতির কাছে প্রথমে অবশ্যই ইঞ্জিল প্রচার করতে হবে।

(১১)যখন তারা তোমাদের ধরে বিচারের জন্য নিয়ে যাবে, তখন যা বলতে হবে তা আগে থেকে চিন্তা কোরো না। সেই সময়ে যেকথা তোমাদের বলে দেয়া হবে, তোমরা তাই বলবে; কারণ তোমরাই যে বলবে তা নয়, বরং আল্লাহর রুহেই কথা বলবেন।

(১২)ভাই ভাইকে, পিতা সন্তানকে মেরে ফেলার জন্য ধরিয়ে দেবে। সন্তানেরা বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাদের হত্যা করবে। (১৩)আমার নামের জন্য তোমরা সকলের কাছে ঘৃণিত হবে কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে সে নাজাত পাবে।

(১৪)সর্বনাশা ঘৃণার জিনিস যেখানে থাকা উচিত নয় তোমরা যখন তা সেখানে থাকতে দেখবে- যে পড়ে সে বুলুক- তখন যারা ইহুদিয়াতে থাকবে তারা পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যাক। (১৫)যে ছাদের ওপর থাকবে সে নিচে না নামুক কিংবা কিছু নেবার জন্য তার ঘরের ভেতরে না যাক। (১৬)যে ক্ষেতের মধ্যে থাকবে সে তার গায়ের চাদর নেবার জন্য না ফিরুক। (১৭)যারা গর্ভবতী এবং যারা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায় তাদের জন্য সেই দিনগুলো কতোই-না বেদনার!

(১৮)মোনাজাত করো এসব যেনো শীতকালে না হয়। (১৯)কারণ সেই সময় এমন কষ্ট হবে, যা আল্লাহ পাকের সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত হয়নি এবং আগামীতেও হবে না। (২০)আল্লাহ যদি সেই দিনগুলো কমিয়ে না দেন তাহলে কেউই রক্ষা পাবে না; কিন্তু তাঁর মনোনীতদের জন্য সেই দিনগুলো তিনি কমিয়ে দেবেন।

(২১)সেই সময় কেউ যদি তোমাদের বলে, 'দেখো, মসিহ এখানে!' বা 'দেখো, মসিহ ওখানে!' তাদের বিশ্বাস কোরো না। (২২)ভণ্ড মসিহেরা ও ভণ্ড নবিরাস আসবে এবং অনেক আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন দেখাবে, যেনো সম্ভব হলে মনোনীত লোকদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে। (২৩)কিন্তু তোমরা সতর্ক থাকো। আমি তোমাদের আগেই সবকিছু বলে রাখলাম।

(২৪)সেই সময়ের কষ্টের ঠিক পরেই সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আর আলো দেবে না; (২৫)তারাগুলো আসমান থেকে খসে পড়বে এবং সৌরজগত দুর্লভে থাকবে। (২৬)সেই সময় তারা ইবনুল-ইনসানকে মহাশক্তি ও মহিমার সাথে মেঘে চড়ে আসতে দেখবে।

(২৭)অতঃপর তিনি ফেরেশতাদের পাঠিয়ে আসমান-জমিনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকে তাঁর মনোনীতদের একত্র করবেন।

(২৮)ডুমুর গাছ দেখে শিক্ষা নাও। যখন তার ডালপালা নরম হয়ে তাতে পাতা গজায়, তখন তোমরা জানতে পারো যে, গরমকাল এসেছে। (২৯)সেভাবে যখন তোমরা দেখবে এসব ঘটছে, তখন বুঝতে পারবে যে, তিনি কাছে এসেছেন, এমনকি দরজায় উপস্থিত। (৩০)আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যতোক্ষণ এসব না ঘটবে ততোক্ষণ এ-কালের লোকেরা টিকে থাকবে।

(৩১)আসমান ও জমিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার কথা চিরদিন থাকবে। (৩২)সেই দিন ও সেই সময়ের কথা কেউই জানে না- বেহেশতের ফেরেশতারাও না, আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজনও না, কেবল প্রতিপালক আল্লাহই জানেন।

(৩৩)সাবধান হও, জেগে থাকো, কারণ সেই সময় কখন আসবে তা তোমরা জানো না। (৩৪)যেমন ধরো, এক লোক, যে ভ্রমণে যাচ্ছে, বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে সে তার গোলামদের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলো। সে প্রত্যেক গোলামকে তার কাজ দিলো এবং দারোয়ানকে জেগে থাকতে বললো।

(৩৫)কাজেই তোমরা জেগে থাকো, কারণ বাড়ির মালিক সন্ধ্যায়, কি মাঝরাতে, কি মোরগ ডাকার সময়, কি সূর্য ওঠার সময় আসবে তা তোমরা জানো না। (৩৬)হঠাৎ এসে সে যেনো না দেখে যে, তোমরা ঘুমিয়ে রয়েছে। (৩৭)তোমাদের যা বলছি তা সবাইকে বলি, জেগে থাকো।"